১৪৬

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

গঠনতন্ত্র

(বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ১ম সাধারণ সভায় অনুমোদিত ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ১৯তম কাউন্সিল সভায় চুড়ান্ত অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ২য় সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সংশোধিত ও প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র)

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

কক্ষ নং ঃ ১২-১৩, ২য় তলা
বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম
ঢাকা-১০০০

সূচীপত্র

১. শিরোনাম ও এলাকা
২. সংজ্ঞা
৩. পতাকা ও প্রতীক
৪. প্রধান কার্যালয়
৫. ফেডারেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৬. এফিলিয়েটেড সংস্থা
৭. সাধারণ পরিষদ
৮. সাধারণ পরিষদের সভা
৯. সাধারণ পরিষদের সদস্যপদ বাতিল
১০. কার্যনির্বাহী কমিটি
১১. কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব
১২. উপ-কমিটি
১৩. কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যপদ শূন্য ও বাতিল
১৪. ফেডারেশনের হিসাব ও বিবরণ
১৫. তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা
১৬. অর্থ বছর
১৭. খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা কল্যাণ তহবিল
১৮. নির্বাচন পরিচালনা
১৯. গঠনতন্ত্র সংশোধন
২০. গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা
২১. ক্রীড়া পঞ্জী
২২. আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন ও অংশগ্রহণ
২৩. প্রতিযোগিতার বিধি ও উপ-বিধি
২৪. খেলোয়াড়দের নিবন্ধনকরন
২৫. আরবিট্রেশন
২৬. উপদেষ্টা পরিষদ

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

গঠনতন্ত্র

ধারা-১ : **শিরোনাম ও এলাকা ঃ**

১.১ **নাম :**

এই ফেডারেশন বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন নামে পরিচিত হইবে। যাহা সংক্ষেপে "BHF" নামে অভিহিত হইবে। যাহা ইন্টারন্যাশনাল হ্যান্ডবল ফেডারেশন (IHF) ও এশিয়ান হ্যান্ডবল ফেডারেশন (AHF) কর্তৃক অনুমোদিত।

১.২ **ফেডারেশনের কার্যক্রমের এলাকা ঃ**

বাংলাদেশের সমগ্র হ্যান্ডবল কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশে হ্যান্ডবল ফেডারেশনের আওতাধীন থাকিবে।

ধারা-২: **সংজ্ঞা ঃ**

২.১ **গঠনতন্ত্র :**

এই গঠনতন্ত্র বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র নামে পরিচিত হইবে।

২.২ **মর্যাদা ঃ**

"বিএইচএফ", বাংলাদেশের হ্যান্ডবল কর্মকান্ডের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে বিবেচিত হবে।

২.৩ **ফেডারেশন ঃ**

ফেডারেশন বলিতে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনকে বুঝাইবে।

২.৪ **এফিলিয়েটেড সংস্থা ঃ**

জেলা, বোর্ড, বিভাগ ও ক্লাব / সংস্থা বলিতে সরাসরি "BHF" এর ক্রীড়া কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকা ক্লাব / সংস্থাকে বুঝাইবে। তবে এফিলিয়েটেড সংস্থা অবশ্যই প্রতি বছর নির্ধারিত এফিলিয়েশন ফি ফেডারেশন বরাবর পরিশোধ করিবেন।

২.৫ **সাধারণ পরিষদ ঃ**

সাধারণ পরিষদ বলিতে ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড ক্লাব / সংস্থা স্বীকৃত প্রাপ্ত সকল সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত পরিষদকে বুঝাইবে।

২.৬ **কার্য নির্বাহী কমিটিঃ**

কার্য নির্বাহী কমিটি বলিতে গঠনতন্ত্রের ১০ ধারা অনুসারে গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটিকে বুঝাইবে।

২.৭ **ফেডারেশনের সাধারন সদস্য ঃ**

ফেডারেশনের সদস্য বলিতে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যসহ সাধারণ পরিষদের সকল কাউন্সিলরকে বুঝাইবে।

২.৮ **উপ-কমিটি ঃ**

উপ-কমিটি বলিতে ফেডারেশনের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত ও কার্যনির্বাহী কমিটির অধীনস্থ কমিটিকে বুঝাইবে।

ধারা-৩ : **ফেডারেশনের পতাকা ও প্রতীক (লোগো) ঃ**

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা ও প্রতীক(লোগো) থাকিবে। যাহা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

ধারা-৪ : **প্রধান কার্যালয় ঃ**

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

ধারা-৫ : **ফেডারেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ**

ক) বাংলাদেশে হ্যান্ডবল খেলার প্রসার, মান উন্নয়ন এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্য ফেডারেশনের সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে বাংলাদেশের হ্যান্ডবল খেলার উন্নয়ন, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা।

খ) স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

গ) হ্যান্ডবল খেলায় উৎকর্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পূর্বে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দল গঠন, জাতীয় দলের মান যাচাই, কৌশল নির্ধারণ ও দলীয় খেলোয়াড়দের আস্থাশীল করার লক্ষ্যে দেশে বা বিদেশে প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা গ্রহণ ।

ঙ) জাতীয় দলের প্রশিক্ষণের জন্য দক্ষ ও উচ্চ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত দেশী বা বিদেশী প্রশিক্ষক বা উভয়ের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হ্যান্ডবল প্রশিক্ষণ কোর্স ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট সেমিনারে প্রশিক্ষণের বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশের প্রশিক্ষকদের অংশগ্রহণের প্রচেষ্টা চালানো।

ছ) দেশের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য রেফারীজ প্রশিক্ষণ কোর্স, রেফারীজ ক্লিনিকের ব্যবস্থা করা এবং আন্তর্জাতিক রেফারী তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা ।

জ) নতুন ও দক্ষ হ্যান্ডবল খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব ও বয়স ভিত্তিক এবং স্কুল হ্যান্ডবল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।

ঝ) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক হ্যান্ডবল সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ রক্ষা করা। তাহাদের আইন, নিয়ম ও শর্তাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও অনুসরণ এবং উক্ত সংস্থা সমুহের এফিলিয়েশন গ্রহন ও এফিলিয়েশন ফি প্রদান।

ঞ) ঘরোয়া হ্যান্ডবল খেলা পরিচালনার সুবিধার্থে স্বল্প পরিসরে আন্তর্জাতিক আইন পরিবর্তন করার ক্ষমতা বিএইচএফ সংরক্ষণ করবে ।

ট) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন-এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও তাদের সাহায্য সহযোগিতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।

ঠ) জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে সংশ্লিষ্ট খেলার বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান।

ড) সংশ্লিষ্ট খেলার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা।

ঢ) দুস্থ ও খ্যাতনামা খেলোয়াড় ও সংগঠকদের কল্যাণে বিভিন্ন তহবিল গঠন কল্পে সহায়তা করা।

ত) সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন সমুহকে আর্থিক অনুদান ও সুবিধাদি প্রদান।

থ) সংশ্লিষ্ট খেলার উপর বই, পত্রিকা স্মরণিকা প্রকাশ ও গ্রন্থাগার স্থাপন।

দ) ফেডারেশনের নিজস্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ধারা-৬ ঃ **এফিলিয়েটেড সংস্থা ঃ**

৬.১ **এফিলিয়েটেড সংস্থা সমূহ ঃ**

জাতীয় পর্যায়ে হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা/ঢাকা মহানগরী লীগে অংশ গ্রহণ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত সংস্থা সমূহ বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সাথে এফিলিয়েটেড থাকিবে ।

ক)	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড	(ধারা ৭.২ (ক) প্রযোজ্য)
খ)	বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড	(ধারা ৭.২ (ক) প্রযোজ্য)
গ)	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড	(ধারা ৭.২ (ক) প্রযোজ্য)
ঘ)	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ক্রীড়া বোর্ড	(ধারা ৭.২ (ক) প্রযোজ্য)
ঙ)	বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদ	(ধারা ৭.২ (ক) প্রযোজ্য)
চ)	বাংলাদেশ আনসার ও ভি ডি পি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড	(ধারা ৭.২ (ক) প্রযোজ্য)
ছ)	বাংলাদেশ জেল পুলিশ	(ধারা ৭.২ (ক) প্রযোজ্য)
জ)	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	(ধারা ৭.২ (ক) প্রযোজ্য)
ঝ)	সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড	(ধারা ৭.২ (ক) প্রযোজ্য)
ঞ)	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমুহ	(ধারা ৭.২ (ক) প্রযোজ্য)
ট)	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	(ধারা ৭.২ (ক) প্রযোজ্য)
ঠ)	শিল্প/সংস্থা/ বোর্ড / কর্তৃপক্ষ	(ধারা ৭.২ (ক) প্রযোজ্য)

ড) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা সমূহ (ধারা ৭.২ (খ) প্রযোজ্য)

ঢ) জেলা ক্রীড়া সংস্থা সমুহ (ধারা ৭.২ (গ) প্রযোজ্য)

ণ) ঢাকা মহানগরী ক্লাবসমূহ (ধারা ৭.২ (ঘ) প্রযোজ্য)

৬.২ **এফিলিয়েশন সংক্রান্ত নীতিমালা ঃ**

ক) বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড সকল সদস্য তার নিজস্ব ক্লাব / সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত/মনোনীত হবেন এবং বিএইচএফ এর প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ক্লাব বা সংস্থার সকল হ্যান্ডবল কর্মকান্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করিবেন।

খ) এফিলিয়েটেড সংস্থার / ক্লাব গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র পরিপন্থী হইতে পারিবে না।

গ) সকল এফিলিয়েটেড ক্লাব/সংস্থা গঠনতন্ত্রের একটি কপি বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনে প্রেরণ করিবেন। এবং তাহা ফেডারেশনের নথিভুক্তির নিশ্চয়তার কপি সংগ্রহ করতে হবে।

ঘ) এফিলিয়েটেড সংস্থা/ক্লাব বৎসরান্তে স্বীয় এলাকার হ্যান্ডবল কর্মকান্ডের প্রতিবেদন বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনে প্রেরণ করিবে।

ঙ) বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড সদস্য, ক্লাব / সংস্থার মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

চ) সকল এফিলিয়েটেড ক্লাব / সংস্থা ফেডারেশনের বাৎসরিক কর্মকান্ডের সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া নিজস্ব ক্রীড়া পঞ্জী প্রণয়ন করিবেন।

৬.৩ **এফিলিয়েটেড সংস্থার বাৎসরিক ফি ঃ**

এফিলিয়েটেড ক্লাব/সংস্থার এফিলিয়েশন ফি কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাৎসারিক এফিলিয়েশন ফি বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন বরাবর প্রদান করিবেন। এফিলিয়েশন ফি প্রতি বৎসর ৩০শে মে এর মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। পর পর ২(দুই) বছর বার্ষিক এফিলিয়েশন ফি বকেয়া থাকিলে সেই সংস্থা বা ক্লাব এর এফিলিয়েশন সাময়িকভাবে বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।

৬.৪ **এফিলিয়েশন বাতিল ও পূর্নবহাল ঃ**

ক) কোন এফিলিয়েটেড ক্লাব / সংস্থা এবং এফিলিয়েশন ফি বকেয়া পড়িলে গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ৬.৩ ধারা মোতাবেক সেই ক্লাব / সংস্থা এর এফিলিয়েশন (সাধারন সদস্য পদ) বাতিল হইবে। এক্ষেত্রে সাধারন সদস্য পদ বাতিল হওয়া সংস্থা বা ক্লাব বিষয়টি পূনঃ বিবেচনার জন্য (বকেয়া এফিলিয়েশন ফি প্রদান করিয়া) বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সম্মানীত সভাপতির নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

খ) স্থানীয়ভাবে হ্যান্ডবল কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতা রক্ষা না করিলে অথবা বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন কর্তৃক স্বীকৃত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা বা সকল বিভাগের অংশগ্রহনে আন্ত বিভাগীয় প্রতিযোগিতার যে কোন একটির নির্বাচন বছরের পূর্বে চার বছরের মধ্যে নুন্যতম ০২ (দুই) বছর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করিলে এফিলিয়েশন বাতিল হইবে।

গ) কোন এফিলিয়েটেড ক্লাব / সংস্থা ফেডারেশনের নীতিমালার পরিপন্থী কোন কাজে জড়িত হইলে ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহাদের এয়িলিয়েশন বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।

ঘ) ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র বিরোধী আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ কর্মকান্ডে জড়িত কোন ক্লাব বা সংস্থা এর প্রতিনিধি আদালত কর্তৃক দন্ডিত হইলে প্রতিনিধি বাতিল হইবে। ক্লাব দন্ডিত হবেনা ।

৬.৫ **এফিলিয়েটেড সংস্থা আয়োজিত প্রতিযোগিতা ঃ**

ক) বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন প্রতিবছর মৌসূমের শুরুতে তাহার কর্মকান্ড এবং অন্য কোন এফিলিয়েটেড সংস্থার সংযুক্তি প্রাপ্ত প্রতিযোগিতার একটি তালিকা বিজ্ঞপ্তি ও পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবে।

খ) কোন এফিলিয়েটেড সংস্থা কোন টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠানের জন্য ফেডারেশনের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোন তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে না।

ধারা-৭ ঃ **সাধারণ পরিষদ ঃ**

৭.১ **ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ**

এই ধারার ** চিহ্নিত উপ ধারাগুলোর সাথে ৬.২ ও উপধারা সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োগ করা হবে।

ক) প্রতি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে ১ (এক) জন প্রতিনিধি। ** (যোগ্যতার ভিত্তিতে)

খ) প্রতি জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে ১ (এক) জন প্রতিনিধি। ** (যোগ্যতার ভিত্তিতে)

গ) ধারা-৬. ১ এ বর্ণিত সংস্থা হইতে ১ (এক) জন প্রতিনিধি (হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ অথবা হ্যান্ডবল কার্যক্রম গ্রহন সাপেক্ষে)। **

ঘ) বাংলাদেশ হ্যান্ডবল রেফারীজ এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

ঙ) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

চ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ০৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক)।

ছ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের অবব্যহিত পূর্বের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচিত সর্বশেষ সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে সাধারণ পরিষদের সদস্য থাকিবেন।

জ) আর্ন্তজাতিক হ্যান্ডবল ফেডারেশন, কমনওয়েলথ হ্যান্ডবল এসোসিয়েশন, এশিয়া হ্যান্ডবল ফেডারেশন ও দক্ষিণ এশিয়ান হ্যান্ডবল ফেডারেশনের শুধুমাত্র নির্বাহী কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত বাংলাদেশী প্রতিনিধি তাঁর কার্যকালীণ সময় পর্যন্ত সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

ঝ) কার্যনিবাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে হ্যান্ডবল সংশ্লিষ্ঠ কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা পুরস্কার ও একুশে পদকপ্রাপ্ত হলে তিনি সরাসরি সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

৭.২ **সাধারণ পরিষদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ঃ**

ক) **ধারা-৬.১ এর ক্রমিক "ক" হইতে "ঠ" পর্যন্ত সংস্থা সমূহ ঃ**

নির্বাচন বছরের পূর্ববর্তী ০৪ (চার) বছরের মধ্যে ২ (দুই) বার জাতীয় প্রতিযোগিতায় (সিনিয়র) অংশগ্রহণ করিতে হইবে। ক্ষেত্র বিশেষে জাতীয় প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক পর্যায়ে অংশগ্রহণও গ্রহণযোগ্য হবে।

খ) **বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিদের জন্য ঃ**

নির্বাচন বছরের পূর্ববর্তী ০৪ (চার) বছরের মধ্যে ২ (দুই) বার বিভাগীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন অথবা আন্ত:বিভাগীয় প্রতিযোতিায় ২(দুই) বার অংশগ্রহণ করিতে হইবে।

গ) **জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে ঃ**

নির্বাচন বছরের পূর্ববর্তী ৪ (চার) বছরের মধ্যে নুন্যতম ২ (দুই) বার জাতীয় (সিনিয়র) প্রতিযোগিতায় (মহিলা/পুরুষ) অংশগ্রহণ অথবা জাতীয় (সিনিয়র) প্রতিযোগীতার আঞ্চলিক পর্বে নুন্যতম ২ (দুই) বার অংশগ্রহণ করিতে হইবে।

ঘ) **ঢাকা মহানগরী/ ক্লাবের প্রতিনিধির ক্ষেত্রে ঃ**

(১) বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন আয়োজিত ঢাকা মহানগরীতে লীগ কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত লীগে অংশগ্রহণকারী ক্লাব সমূহ যাহারা বিভিন্ন বিভাগে লীগ খেলায় অংশগ্রহণ করিয়া থাকে তাহারা নিম্নবর্নিত হারে সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরন করিতে পারিবে।

(২) সর্বাধিক ১০ (দশটি) দলের অংশগ্রহণে ঢাকা প্রিমিয়ার লীগ (পুরুষ) অনুষ্ঠিত হইবে। প্রিমিয়ার লীগে অংশ নেয়ার প্রতিটি দল ১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরন করিবে।

(৩) সর্বাধিক ১০ (দশটি) দলের অংশগ্রহণে প্রথম বিভাগ হ্যান্ডবল লীগ (পুরুষ) হইবে। প্রথম বিভাগে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল ১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরন করিতে পারিবেন।

(৪) সর্বাধিক ১০ (দশটি) দলের অংশগ্রহণে প্রথম বিভাগ মহিলা হ্যান্ডবল লীগ অনুষ্ঠিত হইবে। অংশ নেয়া দলের মধ্যে লীগ টেবিলের শীর্ষ ৮(আট) টি দল সাধারণ পরিষদে ১(এক) জন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে। যদি অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ১০টির কম হয়, সেক্ষেত্রে শূন্য দলের স্থান পূরণের জন্য (শূন্য দলের চেয়ে অধিক দল হলে) বাছাই পর্বের প্রতিযোগিতার আয়োজনের মাধ্যমে শীর্ষ দলটিকে/দলগুলোকে পরবর্তিতে তালিকাভূক্ত করা হবে।

(৫) সর্বাধিক ১২ (বার) দলের অংশগ্রহণে দ্বিতীয় বিভাগ হ্যান্ডবল লীগ অনুষ্ঠিত হইবে। অংশ নেয়া দলের মধ্যে লীগ টেবিলের শীর্ষ ৮(আট) টি দল ১(এক) জন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে। যদি অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ১২টির কম হয়, সেক্ষেত্রে শূন্য দলের স্থান পূরণের জন্য (শূন্য দলের চেয়ে অধিক দল হলে) বাছাই পর্বের প্রতিযোগিতার আয়োজনের মাধ্যমে শীর্ষ দলটিকে/দলগুলোকে পরবর্তিতে তালিকাভূক্ত করা হবে।

৭.৩ **সাধারণ পরিষদের কার্যপরিধি ঃ**

ক) গঠনতন্ত্র সংশোধন ও অনুমোদন
খ) সাধারণ পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুমোদন।
গ) অডিটর নিয়োগ, অডিটরের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
ঘ) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পরবর্তী বাজেট অনুমোদন।
ঙ) বাৎসরিক ক্রীড়া পঞ্জী অনুমোদন।
চ) কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন।

ধারা- ৮ ঃ **সাধারণ পরিষদের সভা ঃ**

৮.১ (ক) সাধারণ পরিষদের মেয়াদকালীন সময়ে অন্তত ২ (দুই) বার সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে হইবে, তাহা সম্ভব না হইলে ৪(চার) বছরের মধ্যে অবশ্যই ১(এক) বার সাধারণ সভার আয়োজন করিতে হইবে।

(খ) সাধারণ পরিষদের সভা আহবানের একমাস পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

(গ) কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৈরীর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা, সংস্থা এবং ক্লাব হইতে প্রতিনিধির নামের তালিকা সংগ্রহ ও প্রণয়ন (নাম ও পদবীসহ) বার্ষিক সাধারণ সভার দুই মাস পূর্বে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(ঘ) আলোচ্যসূচীর যে কোন সিদ্ধান্ত (গঠনতন্ত্র ব্যতীত) সর্বসম্মতিক্রমে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে করিতে হইবে।

(ঙ) গঠনতন্ত্র বিষয়ক যে কোন সিদ্ধান্ত কমপক্ষে তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে করিতে হইবে।

(চ) মোট সদস্যের তিন ভাগের এক ভাগ সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮.২ **সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা, তলবী সভার কোরাম ঃ**

ক) সাধারণ পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।
খ) বর্ধিত সভা এবং মূলতবী সাধারণ সভার কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।
গ) যে কোন জরুরী সাধারণ সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

৮.৩ **বিশেষ সভা ও তলবী সভা ঃ**

ক) সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের নোটিশের প্রেক্ষিতে ফেডারেশন সভাপতি সর্বোচ্চ এক মাসের মধ্যে বা সর্বনিম্ন ৭ (সাত) দিনের নোটিশে বিশেষ তলবী সাধারণসভা আহবান করিবেন।
খ) সাধারণ পরিষদ বা কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সভা যদি কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত না হইতে পারে তাহা হইলে মূল তারিখ ও সময়ের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

৮.৪ **সভার বিজ্ঞপ্তি ঃ**

ক) সুনির্দিষ্ট ভাবে অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পুর্বে সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।
খ) সাধারন পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের নুন্যতম ১ (এক) মাস পূর্বে সকল প্রতিনিধিকে অবহিত করিতে হইবে।
গ) কোন সভা মূলতবী হইলে উহা আহবানের জন্য কোন নির্ধারিত সময়ের প্রয়োজন হইবে না।
ঘ) জরুরী সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না এবং একটির বেশী আলোচ্যসূচী থাকিবে না।

ধারা- ৯ঃ **সাধারণ পরিষদের সদস্যপদ বাতিল ঃ**

ক) সাধারণ পরিষদের যে কোন সদস্য ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র বিরোধী বা নীতি বহির্ভূত কোন কাজে অংশ নিলে বা এ ধরনের কাজে কাউকে সহযোগীতা করলে নির্বাহী পরিষদের সভাপতি দোষী ব্যাক্তির তদন্তস্বাপেক্ষে

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন তবে পরবর্তী সাধারণ পরিষদের সভায় ইহা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

খ) কোন সদস্য হ্যান্ডবল ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হলে তদন্ত সাপেক্ষে দোষী প্রমানিত হইলে তাহার সদস্যপদ বাতিল হইবে।

গ) সাধারণ পরিষদের যে কোন সদস্যের পদত্যাগ, মৃত্যু, অপসারন, অপ্রকৃতস্থ বা আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত হইলে স্বয়ংক্রিয় ভাবে তাহার সদস্যপদ বাতিল হইবে।

ধারা-১০ঃ **ধারা-১০.১**

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের নিম্নোক্ত কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবেঃ

(ক)	সভাপতি	ঃ	০১ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)
(খ)	সহ-সভাপতি	ঃ	০৫ জন (নির্বাচিত)
(গ)	সাধারণ সম্পাদক	ঃ	০১ জন (নির্বাচিত)
(ঘ)	সহকারী সাধারণ সম্পাদক	ঃ	০২ জন (নির্বাচিত)
(ঙ)	কোষাধ্যক্ষ	ঃ	০১ জন (নির্বাচিত)
(চ)	সদস্য	ঃ	১৯ জন (নির্বাচিত)
(ছ)	সদস্য	ঃ	০২ জন (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)
	সর্বমোট মোট	ঃ	৩১ জন

১০. ২ নব নির্বাচিত কমিটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে দায়িত্ব গ্রহন করিবেন এবং হ্যান্ডবলের কার্যক্রম শুরু করিবেন।

১০. ৩ নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত কোন পদ কোন কারনে শূন্য হইলে কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারণ পরিষদের মধ্য হইতে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করিতে পারিবে।

১০. ৪ নির্বাচনে কোন পদে একাধিক প্রার্থীর বিষয় থাকিলে, তাহাদের ভোট প্রাপ্তির উপর জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

১০.৫ **কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদঃ**

(ক) ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ হইবে ৪ (চার) বৎসর। নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ হইতে এর মেয়াদকাল কার্যকরী হইবে।

(খ) বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের অর্থ বছর হইবে ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী বৎসরের ৩০ শে জুন।

(গ) কার্যকাল বৎসরের ভিত্তিতেই ক্রীড়াপঞ্জী ও বাজেট এবং অন্যান্য কার্যক্রম সীমিত রাখিতে হইবে।

১০. ৬ **কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ**

(ক) ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বছরে কমপক্ষে ৪ (চার) টি নিয়মিত সভায় মিলিত হইবে।

(খ) ফেডারেশনের সকল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষন ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

(গ) ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(ঘ) অধিভুক্ত সকল সংস্থা ও সদস্যদের শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শাস্তির বিধান করিতে এবং বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবেন।

(ঙ) ফেডারেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন করিবে এবং কমিটি ও উপ-কমিটি সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলী সঠিক বাস্তবায়নে লক্ষ্য রাখিবেন।

(চ) কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

(ছ) সর্বক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে কোন এফিলিয়েটেড সংস্থা বা সদস্য কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে লিখিত প্রতিবাদ করিলে সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য সেই প্রতিবাদ লিপি গ্রহন করিবেন।

(জ) প্রয়োজনে ঢাকার বাহিরে কার্যনির্বাহী কমিটির সভার আয়োজন করা যাইবে।

১০. ৭ **সভার কোরাম ঃ**

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(খ) বর্ধিত সভা এবং মুলতবী সভার কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(গ) যে কোন জরুরী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

১০. ৮ **সভার বিজ্ঞপ্তি ঃ**

(ক) সুনির্দিষ্টভাবে কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

(খ) তবে জরুরী ক্ষেত্রে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে কার্যনির্বাহী কমিটির সভার আয়োজন করা যাইবে।

(গ) কোন সভা মূলতবী হইলে উহা আহবানের জন্য কোন নির্ধারিত সময়ের প্রয়োজন হইবে না।

(ঘ) জরুরী সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না এবং একটির বেশী আলোচ্যসূচী থাকিবে না।

ধারা-১১ঃ **কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ঃ**

১১. ১ **সভাপতি ঃ**

(ক) তিনি সাধারণ পরিষদ / কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(খ) কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পক্ষে বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে তিনি নিজের অধিকার ভোট প্রদান করতে পারিবেন।

(গ) ফেডারেশনের সার্বিক পরিচালনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(ঘ) সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন।

১১. ২ **সহ-সভাপতি ঃ**

(ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত যে কোন সহ-সভাপতি জ্যৈষ্ঠতা অনুসারে সাধারণ পরিষদ ও কার্যানির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(খ) সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদ বা কার্যনির্বাহী কমিটি জ্যৈষ্ঠতা অনুসারে সদস্যকে সভাপতি নির্বাচন করিয়া সভা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(গ) সভাপতি বা কার্যনির্বাহী কমিটি প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১. ৩ **সাধারণ সম্পাদকঃ**

(ক) তিনি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে ফেডারেশন পরিচালনা করিবেন।

(খ) তিনি সভাপতির অনুমতি গ্রহন করিয়া সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহবান করিবেন। তিনি সভার আলোচ্য বিষয় নথিভুক্ত করিবেন এবং পরবর্তী সভায় অনুমোদন করিবেন।

(গ) তিনি ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। তিনি ফেডারেশনের কল্যাণ কর্মে নিয়োজিত থাকিবেন এবং সভাপতির সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

(ঘ) তিনি ফেডারেশন কার্যক্রমের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

(ঙ) জরুরী খরচ মিটানোর জন্য তিনি কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা নির্ধারিত অর্থ ইমপেষ্ট হিসাবে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে হাতে রাখিতে পারিবেন এবং খরচ শেষে সমন্বয় সাধন করিবেন।

(চ) তিনি বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করিবেন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ/ নির্দেশ জারী করিবেন।

(ছ) তিনি সরকারী অনুদান ছাড়াও প্রতিযোগিতা সমূহ সুষ্ঠ ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহ ও অর্থযোগানের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকিবেন।

১১.৪ **সহকারী সাধারণ সম্পাদকঃ**

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহকারী সাধারণ সম্পাদক-১, তিনি না থাকলে সহকারী সাধারণ সম্পাদক ২ সাধারণ সম্পাদকের পক্ষে সকল দায়িত্ব পালণ করিবেন।

১১.৫ **কোষাধ্যক্ষ ঃ**

(ক) তিনি ফেডারেশনের পক্ষে সব অর্থ সংগ্রহ ও গ্রহন করিবেন। সংগৃহীত অর্থ ব্যাংকে জমা দিবেন এবং ফেডারেশনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করিবেন।

(খ) অডিটর কর্তৃক নির্ধারিত হিসাব এবং বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের তালিকা তিনি সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

(গ) তিনি ফেডারেশনের তহবিলের সকল দায়িত্ব পালণ করিবেন।

(ঘ) কমিটি গুলোর কার্য সম্পাদনে অর্থের সংযোগ থাকলে পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য থাকিবেন।

১১.৬ **সদস্য ঃ**

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভা পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহযোগিতা করিবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ও সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এর পরামর্শ মোতাবেক বিভিন্ন হ্যান্ডবল কার্যক্রমে সক্রিয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

ধারা-১২ঃ **উপ-কমিটি গঠনঃ**

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটি ফেডারেশনের বিভিন্ন কার্যাবলী, প্রতিযোগিতা, প্রশিক্ষণ বা অন্যান্য কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি বা কমিশন গঠন করিতে পারিবেন।

(খ) উপ-কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক অথবা তাহার মনোনীত সহকারী সাধারণ সম্পাদকের মধ্য থেকে পদাধিকার বলে যে কোন একজন সদস্য থাকিতে পারিবেন।

ধারা-১৩ঃ **কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যপদ শূন্য ও বাতিল ঃ**

১৩.১ **সদস্যপদ শূন্য / বাতিল হওয়ার কারণ ঃ**

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য পদত্যাগ ও মৃত্যুবরন করিলে সদস্য পদ শূন্য হইবে।

(খ) অপ্রকৃতস্থ বা আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত হইলে সদস্য পদ বাতিল হইবে।

(গ) কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র বিরোধী বা নীতি বহির্ভূত কাজের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন।

(ঘ) পর পর তিনটি কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সংগতকারণে উপস্থিত না থাকলে, ওই সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত/বাতিল করার ক্ষমতা কার্যনির্বাহী কমিটি সংরক্ষন করবে। যাহা প্রচলিত বিধি মোতাবেক আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ থাকবে।

১৩.২ঃ **শূন্য পদ পুরন**

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটির সর্বনিম্ন এক বা সর্বোচ্চ ৩ টি সদস্য পদ শুন্য হলে কার্যনির্বাহী কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্যে থেকে শুন্য পদ বা পদগুলোতে সদস্য মনোনয়ন দেবেন।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহকারী সাধারণ সম্পাদক কোষাধক্ষ বা তিনটির বেশি সদস্য পদ শুন্য হলে সেসব পদ পুরুন হবে নির্বাচনের মাধ্যমে।

ধারা-১৪ঃ **নির্বাচন ঃ**

১৪.১ নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় এীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

১৪.২ নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

১৪.৩ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের বিধিমালা প্রণয়ন, সময়সূচী প্রদান, ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করন, নির্বাচনী আচরন, বিধি প্রণয়নসহ যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

১৪.৪ নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন বোধে বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভা ছাড়াও ভোটারদের কোন একটি স্থানে আহবান পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিতে পারিবে। এই ক্ষেত্রে অন্য কোন ধারায় উল্লেখিত কোন পদ্ধতি যা বিশেষ কোনরূপ প্রতিবন্ধক হইবে না।

ধারা-১৫ঃ **ফেডারেশনের হিসাব ও বিবরণ ঃ**

(ক) ফেডারেশনের তহবিল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে রক্ষিত থাকিবে

(খ) ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি নিজস্ব হিসাব পরিচালনার পদ্ধতি অনুমোদন করিবে।

১৫. ১(ক) এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পূর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ্য হবে।

(খ) অকার্যকর ও বাতিল গঠনতন্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে গৃহীত আইনানুগ সকল কার্যাদি, ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র এই গঠনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার কারণে অবৈধ বলে গণ্য হবে না।

ধারা-১৬ঃ **ফেডারেশনের অহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা ঃ**

১৬. ১ **ফেডারেশনের অহবিল সংগ্রহ ঃ**

সরকার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন হইতে প্রাপ্ত অনুদান, আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ হইতে প্রাপ্ত অনুদান, পৃষ্ঠপোষক, ব্যক্তি বা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান এবং খেলার টিকেট বা বিজ্ঞাপন লব্ধ হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং এফিলিয়েটেড সংস্থাসমূহ এফিলিয়েশন ফি প্রাপ্ত অর্থ হইবে ফেডারেশনের তহবিলের উৎস ।

১৬. ২ **ফেডারেশনের তহবিল পরিচালনা ঃ**

সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই ৩ (তিন) জনের মধ্যে যে কোন দুজনের যৌথ স্বাক্ষরে ফেডারেশন ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে। তবে প্রতিটি চেকের বিপরীতে তৈরি করা অফিস নথিতে তিনজনের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে ।

ধারা-১৭ঃ **অর্থ বৎসর ঃ**

১লা জুলাই থেকে পরবর্তী ৩০ শে জুন পর্যন্ত অর্থ বছর ধরা হইবে।

ধারা-১৮ঃ **খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা কল্যাণ তহবিলঃ**

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন কৃতী দুস্থ হ্যান্ডবল খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের সাহায্যার্থে একটি খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা কল্যাণ তহবিল গঠন করা হইবে ।

ধারা-১৯ঃ **গঠনতন্ত্রের সংশোধনঃ**

গঠনতন্ত্রের সংশোধন কোন বিষয়ের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা কোন প্রকার সিদ্ধান্ত এর জন্য সাধারণ পরিষদের কমপক্ষে তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে করিতে হইবে ।

ধারা-২০ঃ **গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ঃ**

(ক) এই গঠনতন্ত্র লিপিবদ্ধ হয়নি এমন কোন বিষয় এবং সংবিধানের যে কোন ধারা বা উপ-ধারা সম্পর্কে ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং উহা মেনে চলা সংশ্লিষ্ট সকলের উপর বাধ্যতামূলক হইবে।

(খ) সংবিধানের কোন ধারা, উপ-ধারা তৎসংক্রান্ত ব্যাখার বিরুদ্ধে কোন ধরনের আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা যাইবে না । অবশ্য সংবিধানের ধারা, উপ-ধারা অথবা তৎসংক্রান্ত ব্যাখার আলোকে কোন আইনানুগ জটিলতা দেখা দিলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এর ব্যাখা চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে ।

ধারা-২১ঃ **ক্রীড়া পঞ্জীঃ**

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন কার্যকাল অনুযায়ী বৎসরের ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী বৎসরের ৩০ শে জুন সময়ের ভিত্তিতে ক্রীড়া পঞ্জী ঘোষিত হইবে।

ধারা-২২ঃ **আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন ও অংশগ্রহণঃ**

(ক) ফেডারেশনের অধিভুক্ত কোন সদস্য সংস্থা নিজস্ব প্রচেষ্টায় বিদেশে হ্যান্ডবল দল প্রেরণ করার পূর্বে ফেডারেশনের অনুমতি অবশ্যই গ্রহন করিবে।

(খ) বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড কোন সংস্থা নিজ প্রচেষ্টায় কোন বিদেশী সংস্থাকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানাইতে আগ্রহী হইলে পূর্বেই ফেডারেশনের অনুমতি গ্রহন করিতে হইবে।

ধারা-২৩ঃ **প্রতিযোগিতার বিধি ও উপ-বিধিঃ**

(ক) ফেডারেশন আয়োজিত ও পরিচালিত সকল প্রতিযোগিতায় ভিন্ন ভিন্ন বিধি ও উপ-বিধি থাকিবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইবে।

(খ) ফেডারেশন এফিলিয়েটেড কোন সংস্থা কোন উন্মুক্ত বা আমন্ত্রণমুলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার পূর্ণাঙ্গ বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ন পূর্বক ফেডারেশনের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে।

ধারা-২৪ঃ **খেলোয়াড়দের নিবন্ধিকরণ ঃ**

(ক) বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সহিত এফিলিয়েটেড সংস্থার সকল খেলোয়াড় ফেডারেশনের সাথে নিবন্ধীকৃত হইবে। উপযুক্ত নিবন্ধীকরন ছাড়া কোন খেলোয়াড় কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(খ) নিবন্ধীকৃত যে কোন খেলোয়াড় জাতীয় স্বার্থে অথবা ফেডারেশনের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ফেডারেশনের উপস্থিতি ঘোষনা করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়-এর নিয়ন্ত্রক সংগঠন তাৎক্ষণিক ভাবে সেই খেলোয়াড়কে ছাড়পত্র প্রদান করিবে।

ধারা-২৫ঃ **আরবিট্রেশন ঃ**

ফেডারেশন-এর সকল এফিলিয়েটেড সংস্থা/খেলোয়াড়/কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন বিতর্কিত বিষয়ে আদালতের শরণাপন্ন না হইয়া উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মনোনীত একজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মীমাংসা করিতে হইবে। ইহা সম্ভব না হইলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করিবেন। উক্ত মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। উভয় পক্ষ তাহা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবেন।

ধারা ২৬ঃ **উপদেষ্টা পরিষদঃ**

(১) নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশ-বিদেশে হ্যান্ডবল খেলার উন্নয়নে ও প্রসারে ভূমিকা রাখা ব্যক্তিদের সমন্বয়ে অনুর্ধ ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে। উপদেষ্টা পরিষদে মনোনীত সদস্যদের নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে।

ক. উপদেষ্টা মনোনীত হওয়া ব্যক্তিকে ৪ বছর মেয়াদের নূন্যতম ১০ লাখ টাকা পৃষ্টপোষকতা বাবদ অনুদান প্রদান করতে হবে।

খ. কোন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক যথা হ্যান্ডবল অনুরাগী ব্যক্তি বিশেষ সহায়তা হিসেবে সরাসরি আর্থিক না হয়েও কোন সামগ্রী অথবা স্থাবর সম্পত্তি প্রদান করেন যাহার ৪ বছর মেয়াদের আর্থিক পরিমান ১০ লাখ টাকা বা তার উর্দ্ধে।

গ. সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপদেষ্টাগণকে নির্বাহী কমিটির সভায় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন।

ঘ. উপদেষ্টাগণ বিভিন্ন সাব-কমিটির আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

ঙ. সাধারণ সভায় তারা অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাহাদের কোন ভূমিকা থাকবে না।